নামদি গ্রহণ হইয়া থাকে এবং দেহত্যাগের পর শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারেরও সম্ভাবনা করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহার ভজন সিদ্ধ হয় নাই, তাহার প্রাণবিয়োগকালে মুখে নামাদি উচ্চারণ হওয়া অসম্ভব। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবদগীতোপনিষদেও বর্ণিত আছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

হে কৌন্তেয়! অন্তিমকালে যে যে বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করে, সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত ব্যক্তি সেই সেই বিষয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই শ্লোকে "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ"—এই পদটির তাৎপর্য্য এই যে—সর্ব্বদা যে যে ভাবে হৃদয় আবিষ্ট থাকে, অন্তিমকালে সেই সেই বিষয়েরই স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই প্রমাণটিতে ভজনসিদ্ধ ব্যক্তিরই যে অন্তিমকালে শ্রীনামাদি ভজনাঙ্গের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাহারই দৃঢ়তা সম্পাদন করা হইল। অতএব, যাহার অন্তিমকালে ভজনাঙ্গের স্ফূর্ত্তি হয়, নিশ্চয়ই তাহার প্রাচীন বা আধুনিক কোনও অপরাধ নাই; অপরাধ থাকিলে অন্তিমকালে শ্রীনামাদির স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না। অপরাধ না থাকাতে ভজনের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির অপেক্ষা নাই। যেমন অপরাধ-শূন্য অজামিলের অন্তিম সময়ে একবারমাত্র উচ্চারিত নামাভাসে কৃতার্থ হওয়ার কথা শোনা যায়; কিন্তু যমদূতগণের বহুনামাদি শ্রবণ করিয়াও তেমন কৃতার্থ হওয়ার কথা শোনা যায় না। কারণ তাহাদের শ্রীনামের প্রতি যেমন প্রীতির অভাব, তেমনি শ্রীনামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও প্রশংসাবাক্য মনে করা রূপ দুইটি অপরাধ আছে। শ্রীঅজামিল যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাক্যতেই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

অদ্যাপি মে গুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি॥
৬।২ অধ্যায়।

যদ্যপি আমি সর্ব্বপ্রকারে সৌভাগ্যহীন, তথাপি এই মহাপুরুষগণের সন্দর্শনে আমার মঙ্গলই ঘটিবে—যেহেতু আমি চিরপ্রসাদ লাভ করিতেছি। এইস্থানে মঙ্গলশব্দ শ্রীধরস্বামীপদ টীকাতে "পূর্ব্বসঞ্চিত মহাপুণ্য" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে মহাপুণ্য বলিতে সাধুসঙ্গরূপ অর্থই সুসঙ্গত॥ ১৬০॥